মুজিবনগরে ওয়ারেন্টভুক্ত ১ আসামি গ্রেফতার

মুজিবনগরে সি আর মামলার এক ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি কে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার দিবা গত রাত্রে অভিযান চালিয়ে সিআর ৫৫২/২২ মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামি উপজেলার কোমরপুর গ্রামের পুলন এর ছেলে কালামকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মিজানুর রহমান জানান, মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় আদালত এর আদেশক্রমে সি আর মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামি কালাম কে গ্রেফতার করে আজ শনিবার দুপুরে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে হত্যাকাণ্ড, ২ যুবদল নেতা বহিষ্কার

গাংনী পৌর যুবদলের ১ নং ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার ৩ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও ১ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সভাপতি মফিকুল ইসলামকে তাদের দলীয় সকল পদ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।

আজ শনিবার (৪ জানুয়ারি) দুপুরে গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুল ইসলাম ও সদস্য সচিব এনামুল হক স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এই বহিস্কারাদেশ দেন।

বহিস্কারাদেশে বলা হয়েছে, ১ নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে পৌর যুবদলের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক রবিউল ইসলাম বিপ্লবকে ৪ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদকের পদসহ দলীয় সকল পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

অব্যাহতি প্রদানের নোটিশ মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি/সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সংগঠণ প্রেসক্লাবকে প্রদান করা হয়েছে।

এর আগে গাংনী পৌর যুবদলের এক নং ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রবিউল ইসলাম বিপ্লব, এক নম্বর ওয়ার্ড (বাঁশবাড়িয়া) যুবদলের সাবেক সভাপতি মফিকুল ইসলাম ও কোদাইলকাটি গ্রামের আলমগীর হোসেনকে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা গ্রেফতার করেন। গতকাল শুক্রবার তাকে আদালতে নিলে তাকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন আদালত।

উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি দিবাগত রাতে গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মঈন উদ্দীনের ছেলে এক নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন(৩৮) কে গলাকেটে হত্যা করে সহড়াবাড়িয়া ইছাখালি মাঠের একটি গাছের নিচে ফেলে রাখে।

নিহত আলমগীর হোসেনের কাছে একই গ্রামের সাবেক যুবদল সভাপতি মোঃ মফিকুল ইসলামের ২ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। প্রায় ৪ বছর আগে আলমগীর হোসেন ঘাতক মফিকুলের কাছ থেকে এই টাকা ধার নেন। নিহত আলমগীর হোসেন প্রায় দেড় বছর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (দুবাই) চলে যান। প্রায় ২ মাস পূর্বে ভিকটিম দেশে ফেরত আসেন। এই পাওনা টাকার প্রতিশোধ নিতেই মফিকুল ইসলাম তার বন্ধু যুবদল নেতা রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও কোদাইলকাটি গ্রামের আলমগীর হোসেনসহ কয়েকজন মিলে তাকে টাকা ধার দেওয়ার নাম করে সহড়বাড়িয়া-কামারখালি মাঠের মধ্যে নিয়ে কুিেপেয় ও জবাই করে হত্যা করে।

এঘটনায় নিহতের পিতা মইন উদ্দীন বাদি হয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৫

মেহেরপুরে ২৪ ঘন্টার অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৫ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার সকাল থেকে আজ শনিবার (৪ জানুয়ারি) ভোররাত পর্যন্ত মেহেরপুর সদর গাংনী ও গাংনী থানা পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ একটি হত্যা মামলার ৩ আসামি ও সদর থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে মাদক মামলায় ১ জন ও পুরাতন মামলার ১ আসামিকে গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল ও সদর থানারর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এই তথ্য নিশ্চিত করেন। আজ শনিবার বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে নেওয়া হবে বলে জানান এই সূত্রটি।

গাংনীর যুবদল নেতা আলমগীর হত্যার তিন আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে চাঞ্চল্যকর ওয়ার্ড যুবদল নেতা হত্যার ও ২৪ ঘন্টার মধ্যে ক্লু উদ্ঘাটন ও তিন ঘাতককে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১২ ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী পৌরসভা চৌগাছা গ্রামের রইচ উদ্দীনের ছেলে ঘড়ি ব্যবসায়ী মোঃ রবিউল ইসলাম ওরফে বিপ্লব (৩৬), গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকার আব্দুল আওয়ালের ছেলে মফিকুল ইসলাম (৩৯) ও কোদাইলকাটি গ্রামের জামাত আলীরর ছেলে

আলমগীরর হোসেন (৪০)।

গত বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) সন্ধ্যার দিকে গাংনী থানা মোড় এলাকার সিদ্দিক ওয়াস দোকানের সামনে থেকে বিপ্লব হোসেনকে, গাংনী কাঁচাবাজার এলাকা থেকে রাত ৯ টার দিকে মফিকুল ইসলামকে এবং রাত ১০ টার দিকে আলমগীর হোসেনকে কোদাইলকাটি গ্রামের একটি চায়ের দোকান থেকে গ্রেফতার করে র্যাব।

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশরাফউল্লাহ, পিপিএম আজ শুক্রবার বেলা ১২ টার সময় সাংবাদিকদের প্রেস রিলিজ দিয়ে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) কোম্পানী কমান্ডার আশরাফউল্লাহ, পিপিএম বলেন, পাওনা টাকাকে কেন্দ্রকে পূর্বপরিকল্পনা মতে গাংনী পৌর যুবদলের ওয়ার্ড সভাপতি (বাঁশবাড়িয়া) আলমগীর হোসেনকে দা দিয়ে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করে বলে তারা স্বীকার করেছেন। এই হত্যাকান্ডের সাথে ৫ জন অংশ নিয়েছে বলেও জানান তারা।

র্যাব কমান্ডার জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ঘাতকরা জানায় ভিকটিম আলমগীর হোসেনের কাছে একই এলাকার আসামি মোঃ মফিকুল ইসলামের ২ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। প্রায় ৪ বছর আগে আলমগীর হোসেন ঘাতক মফিকুলের কাছ থেকে এই টাকা ধার নেন। পরে নিহত ভিকটিম মোঃ আলমগীর হোসেন প্রায় দেড় বছর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (দুবাই) চলে যান। প্রায় ২ মাস পূর্বে ভিকটিম দেশে ফেরত আসেন। সে বাড়ি ফিরে আসার পর মফিকুল ইসলাম তার কাছ থেকে পাওয়ান টাকা পাওয়ার জন্য একাধিকবার যোগাযোগ করেন। কিন্তু সে টাকা না দিয়ে নানা ধরনের টালবাহানা শুরু করে। তাদের টাকা লেন দেনের বিষয়টি শুরু থেকেই আসামি মফিকুল তার বন্ধু অপর ঘাতক বিপ্লব জানতেন। আসামি বিপ্লব হোসেন ও আসামী আলমগীর একাধিকবার ভিকটিমের কাছ থেকে আসামী মফিকুলের টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। গত তিন দিন আগে আসামি মফিকুলের সাথে আলমগীর হোসেনের টাকা দেওয়া নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। আর তখন থেকেই আসামিরা ভিকটিমকে হত্যার পরিকল্পনা করেন।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটনার দুই দিন আগে ঘটনাকে ভিন্নখাতে নিতে (পরকীয়া) রুপ দেওয়ার জন্য আসামি বিপ্লব তার ঘড়ির দোকানে

বসে নিজ হাতে একটি চিরকুট লেখে। যা আলমগীর হোসেনকে হত্যার পর লাশের নিকট সেই চিরকুট রেখে আসে আসামিরা। গত ১ জানুয়ারি ঘটনার দিন বিকালে আসামি বিপ্লবের দোকানে ভিকটিম আলমগীর হোসেন যায় এবং তার সাথে আড্ডা দেয়। কয়েকদিন পূর্বে নিহত যুবদল নেতা আলমগীর হোসেন ঘাতক বিপ্লবের নিকট থেকেও টাকা ধার চেয়েছিলেন। বিপ্লব হোসেন ভিকটিমকে টাকা ধার দেওয়ার কথা বলে গত ১ জানুয়ারি সন্ধ্যার দিকে (আনুমানিক সাড়ে ৬ টার দিকে) নিজ বাসায় নিয়ে যায়। পরে অপর আসামি মফিকুল ইসলাম তার মোটরসাইকেলে চড়ে অপর আসামি বিপ্লব হোসেন ও ভিকটিম আলমগীর হোসেন গাংনী উপজেলার মড়কা বাজারে যায়। সেখানেই অবস্থান করছিল আসামি আলমগীর ও তার অন্যান্য সঙ্গীরা। পরে আলাদা একটি মোটরসাইকেলে করে ভিকটিমসহ পাঁচজন ঘটনাস্থলে যায়।

সেখানে আসামিরা মফিকুলের নিকট থেকে নেওয়া ধারের টাকা কেন ফেরত দিচ্ছে না এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। পরে আসামি আলমগীর হোসেন দা দিয়ে ভিকটিমের মাথায় আঘাত করে এবং সবাই মিলে ভিকটিমের মুখ ও হাত পা বেঁধে ফেলে। পরে পাঁচজন মিলে আলমগীর হোসেনকে দা দিয়ে জবাই করে। ফেরার পথে ঘটনাস্থল থেকে আনুমানিক ৪ কিলোমিটার দূরে রাস্তার ঢালে হত্যার কাজে ব্যবহৃত দা’ টি ফেলে আসেন বলে আসামী বিপ্লব হোসেন স্বীকার করে।

উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মঈন উদ্দীনের ছেলে ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেনের (৩৮) গলাকাটা মরদেহ সহড়াবাড়িয়া ইছাখালি মাঠের পাশে থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।

মুজিবনগরে আলম হত্যা মামলার বাদিসহ ৪ জন আটক

মুজিবনগর উপজেলার তারানগর গ্রামের চাঞ্চল্যকর আলমগীর হোসেন (আলম) হত্যা মামলার সন্দেহভাজন বাদিসহ চারজনকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

দীর্ঘ তিন মাস ধরে হত্যা মামলাটি তদন্তকালে পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তারানগর গ্রামের সেকের শেখ এর ছেলে হামিদুল শেখ (৩১),শাহবুদ্দীন মন্ডলের মেয়ে এবং আলমগীর হোসেন(আলম) এর স্ত্রী ও আলম হত্যা মামলার বাদি বেদেনা খাতুন(৩৭), আব্দুর রহমান এর ছেলে মিন্টু ধুলো পেটু (৪০) এবং আলম এর শাশুড়ি শাহবুদ্দীন এর স্ত্রী শাহিনুর বেগম (৫৫)। বুধবার দিবাগত রাত্রে তাদের বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করা হয়।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, তিন মাস ধরে মামলাটি নিয়ে পুলিশ গভীরভাবে তদন্ত করে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় আটককৃতদের সম্পৃক্ততা খুঁজে পাই বুধবার দিবাগত রাতে তাদেরকে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসা বাদে তারা পরস্পর যোগসাজসে হত্যার কথা স্বীকার করে এবং আদালতে ১৬৪ ধারায় নিজেদের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে।

বৃহস্পতিবার সকালে তাদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞ আদালতে ৩ জন ১৬৪ ধারায় হত্যার সাথে সম্পৃক্ততার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করে। এসময় তাদেরকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ৯ আগষ্ট দিবাগত রাত্রে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের তারানগর গ্রামের আগবত আলীর মেজ ছেলে আলমগীর হোসেন আলম
(৪৪) কে নিজ ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। ১০ই আগষ্ট হত্যার শিকার আলমের স্ত্রী মুজিবনগর থানায় ৩০২/৩৪(বাংলাদেশ পেনাল কোডে) ধারায় অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা দায়ের করে যার মামলা নম্বর -২।

মুজিবনগরে পাখি ভ্যানসহ চোর আটক

মুজিবনগরে চুরি কৃত পাখি ভ্যান সহ এক ভ্যান চোরকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

ভ্যান চালক এবং পুলিশ সুত্রে জানা গেছে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ভ্যান চালক উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের বদর শেখ এর ছেলে লালটু শেখ মেহেরপুর থেকে বাড়ি আসার পথে মোনাখালী উত্তরপাড়া কবরস্থানের পাশে আসলে তার টয়লেটের প্রয়োজন হলে ভ্যানটি মেহেরপুর মুজিবনগর প্রধান সড়কের পাশে রেখে টয়লেট করতে যায়। টয়লেটের করার একপর্যায়ে ভ্যানচালক দেখতে পাই যে তার পাখি ভ্যানটি নিয়ে দুইজন মোলাখালী বাজারের দিকে চলে যাচ্ছে সে দ্রুত টয়লেট সেরে চোর চোর বলে চিৎকার করতে করতে ভ্যানের পিছনে দৌড় দেয় তার চিৎকার শুনে সাধারণ লোকজন মোনাখালী বাজারে ভ্যান সহ দুইজনকে আটক করে গণপিটুনি দিতে থাকে। মুজিবনগর থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে উত্তেজিত জনগনের কবল থেকে তাদের উদ্ধার করে এবং ভ্যান টি জব্দকরে ধৃত চোর কে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে থানা হেফাজতে নেয়।

পুলিশের জিজ্ঞাসা বাদে ধৃত চোর তার নাম ঠিকানা প্রকাশ করে। জনগণের হাতে ধৃত চোর মেহেরপুর শহরের পোষ্ট অফিস পাড়ার জনি খাঁনের ছেলে দাতা হাতেম তাই শিশির।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে উক্ত ঘটনার জড়িত সন্দেহে জনগন ১৭ বছরের একজন কিশোরকে মারপিট করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। থানায় আনার পরে জিজ্ঞাসাবাদে তার সম্পৃক্ততা না পাওয়া যায়নি ধৃত চোর তাকে মুজিবননগর বেড়াতে নিয়ে যাবে বলে নিয়ে আসে পরে থানা অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান এবং উপজেলা সমাজসেবা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রবেশন অফিসার মাহমুদুল হাসানেরর সমন্বয়ে কিশোরটিকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে পরিবারের জিম্মায় হস্তান্তর করেন এবং ধৃত চোর নামে মামলা দিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে হারানো ৮১টি মোবাইল উদ্ধার করে দিলো

পুলিশ

মেহেরপুরে হারিয়ে যাওয়া ৮১ টি মোবাইল উদ্ধারের পর প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিলো মেহেরপুর পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট।

আজ বুধবার (০১ জানুয়ারি) সকাল ১১ টার দিকে পুলিশ সুপারের কার্যালয় প্রাঙ্গনে বর্ণাঢ্য আয়োজনে মালিকদের হাতে উদ্ধারকৃত মোবাইল গুলো তুলে দেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম, পিপিএম।

এর আগে জেলার তিন থানায় করা সাধারণ ডায়েরির ভিত্তিতে মোবাইলগুলো উদ্ধার করা হয়। জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেলের সহযোগিতায় উদ্ধার করা মোবাইলগুলো আসল মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হারানো মোবাইলগুলোর মধ্যে সদর থানার ৩৪ টি, গাংনী থানার ৪৫ টি এবং মুজিবনগর থানার ০২ টি সর্বমোট ৮১ টি উদ্ধারকৃত অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল উদ্ধার করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) মো:জামিনুর রহমান খাঁন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আব্দুল করিম, জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ গোপাল কুমার, মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মেজবাহ উদ্দীন, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের সকল সদস্যসহ প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক্স ও অনলাইন সংবাদ মাধ্যমের সদস্যবৃন্দরাও।

পরে হারানো মোবাইল ফোন পেয়ে প্রকৃত মালিকরা অনেকে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং পুলিশ সুপারসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

পুলিশের তৎপরতায় ৬ ঘন্টার

মাথায় গাকের নিখোঁজ স্টাফ উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগরে প্রতিদিনের ন্যায় কিস্তির টাকা তুলতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়া এনজিও প্রতিষ্ঠান গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্র (গাক) মুজিবনগর অফিসের স্টাফ শেখ মেহেদী হাসান(২৮) কে উদ্ধার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

আজ সোমবার সন্ধ্যার দিকে যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার চাকলা মাঠ নামক গ্রাম স্থান থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। শেখ মেহেদী হাসান ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার কুল্যাপাড়া গ্রামের শেখ সুলতান আহম্মেদের ছেলে।

আজ সোমবার দুপুরে নিখোজের জিডি হাতে পাওয়ার পর মুজিবনগর থানা পুলিশ তাদের উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করে দেয়। মেহেরপুর সাইবার ক্রাইম সেল এর মোবাইল ট্রাকিং এর মাধ্যমে ৬ ঘন্টার মাথায় উদ্ধার কাজে সফল হয় পুলিশ।

উদ্ধার হওয়ার পর মোবাইলে ভিডিও ধারনকৃত ভিক্টিমের জবানবন্দী থেকে জানা যায়, আমি প্রতিদিনের ন্যায় আজ সোমবার সকালেও আমার এক ক্লাইন্ট এর কাছে কিস্তির টাকা আনতে যায়। টাকা নিতে গেলে আমার সদস্য আমাকে একটা ঠিকানা দিয়ে বলে ওখানে আমার ভাই দারিয়ে আছে সে টাকা দেবে। তারপর আমি সেখানে গেলে আমার মাথায় হঠাৎ একটা চক্কর দিয়ে ওঠে। তারপর ঐ ব্যাক্তি আমার মটরসাইকেলে উঠে পরে। এরপর কি হয়েছিলো আমার কিছু মনে নেই। পরবর্তিতে আমি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পর দেখতে পায় আমি মাঠের ভিতরে পরে আছি।

মুজিবনগর গাক অফিসের ম্যানেজার হাবিবুর রহমান বলেন, মেহেদী হাসান কিস্তির টাকা আদায় করে দুপুরে অফিসে না আসলে আমি তাকে ফোন দিয়ে যোগাযোগ করতে গেলে কোন রেস্পন্স পাইনি। এর পরে আমি থানায় একটি নিখোজ জিডি করে আসি।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান, জিডি হাতে পাবার পর আমরা উদ্ধারের জন্য মেহেরপুর সাইবার ক্রাইম সেল এর সহোযগীতা নিই। পরে তার মোবাইল নাম্বার দিয়ে ট্রাকিং শুরু করি। কয়েকবার ট্রাকিং করলে একেকবার একেক স্থানের লোকেশন দেখায়। এভাবে ৪ বারের লোকেশনে যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার চাকলা মাঠ নামক

গ্রাম স্থানে স্থির লোকেশন দেখায়। এরপর আমরা তার পরিবারকে জানালে ভিক্টিম এর চাচাতো ভাই রাজু আহম্মেদসহ তার পরিবার সেখানে যেয়ে তাকে নিয়ে আসে।

এদিকে বাসায় এসে পৌছালে তার প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তাকে স্থানীয় স্বাস্থ কমপ্লেক্স নিয়ে যাবার পরামর্শ প্রদান করি।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার চার এজেন্টের নামে মামলা (আপডেট)

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার জামান শপিং কমপ্লেক্সের একটি জেন্টস পার্লাও (সেলুন) থেকে আটক দুই অনলাইন জুয়ার এজেন্টসহ চারজনের নামে সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা করেছে পুলিশ।

আসামিরা হলেন- অনলাইন জুয়ার অন্যতম মাস্টার মাইন্ড মুকুল হোসেন, দেলোয়ার হোসেন দিপু, আশিক ইকবাল ও স্বপন ইকবাল। এদের মধ্যে আশিক ইকবাল ও স্বপন ইকবালকে অনলাইন জুয়ার সাইট পরিচালনায় ব্যবহৃত মোবাইল সহ আটক করেছে ডিবি। এসময় তাদের কাছে থেকে ৪টি মোবাইল ফোন ও জুয়া পরিচালনা ৭টি এজেন্ট সিম উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার রাতে তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

আটক আশিক ইকবাল মেহেরপুরের গোপালপুর গ্রামের আক্তারুজ্জামানের ছেলে। তিনি পুলিশ কনস্টেবল। যশোর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারকের বডিগার্ড হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। স্বপন ইকবাল একই গ্রামের আওলাদ হোসেনের ছেলে।

মামলার এজাহার জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর সদর থানাধীন বিএম স্কুল এর পাশে ছোট বাজারস্থ জামান শপিং কমপ্লেক্সের নিউ এ্যাডামস্ জেন্টস পার্লার (সেলুন) আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে অনলাইন জুয়া পরিচালনার মাধ্যমে অসৎ উদ্দেশ্য পরিচয় গোপন করে ছদ্মবেশ ধারন করে প্রতারনা, অনলাইন মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত অবৈধ ই-ট্রান্সজেকশনসহ ইচ্ছাকৃতভাবে ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক এ প্রবেশ করে

সাইবার সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে জনশৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজের জন্য অবস্থান করছিলেন।

এসময় সাইবার নিরাপত্তা টিমের সদস্যরা সেখানে অভিযান পরিচালনা করলে পালানোর চেষ্টাকালে আশিক ইকবাল ও স্বপন ইকবালকে আটক করা হয়। তার আগেই সেখান থেকে মুকুল ইসলাম ও দেলোয়ার হোসেন দিপু পালিয়ে যায়।

এজাহারে উল্লেখ রয়েছে, আটক আসামীদের ব্যবহৃত জব্দকৃত মোবাইল ফোন পর্যালোচনা করে MOST BET এর মাধ্যমে অনলাইন জুয়া পরিচালনার তথ্য পাওয়া যায়। আসামী আশিক ইকবালের নিকট থেকে জব্দকৃত Infinix X 6880 মডেলের মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত এ কে এন্টারপ্রাইজ এর নামে নিবন্ধিত মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ এজেন্টে লেনদেনের ১ লাখ ৩১ হাজার ২৪৬ টাকা এবং অপর একটি সিম থেকে লেনদেনের ৬৭ হাজার ৯৩৬ টাকার ই-ব্যালেন্স দেখা যায়। এছাড়া ওই ফোনে ক্রোম ব্রাউজার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অনলাইন জুয়া MOST BET এর Agent_API_Shine_BD নামে একটি মার্চেন্ট জুয়ার চ্যানেল চলমান রয়েছে। অনলাইন জুয়া MOST BET এর Agent_API_Shine_BD নামক অনলাইন জুয়ার চ্যানেলটি আসামীর নিকট থেকে জব্দকৃত সিম ০১৭১১-৬৬৩৯৬০ নাম্বারে ব্যবহৃত Ashik Iqbal নামে ইন্সটলকৃত টেলিগ্রাম আইডি আসামীরা জিজ্ঞাসাবাদে জানান যে, অনলাইন জুয়া MOST BET এর পরিচালিত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত অবৈধ ই-ট্রান্সজেকশন মোবাইল ব্যাংকিংয়ের কথা স্বীকার করেছেন পুলিম জানায়।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দিন বলেন, ‘জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিট তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে দুইজন সাইবার ক্রাইমকারীকে গ্রেপ্তার করে। পরে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পক্ষ থেকে আটকৃত স্বপন ইকবাল ও পুলিশ কনস্টেবল আশিক ইকবালের বিরুদ্ধে সাইবার ক্রাইমে মামলা দায়ের করে। আমরা সদর থানায় মামলাটি নথিভুক্ত করেছি মাত্র।’

বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানমের সাথে যোগাযোগ করলে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে তিনি বলেন, ‘সমগ্র বিষয়টি তদন্তাধীন। অপরাধীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চলবে। তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে আমার আনুষ্ঠানিক কোন বক্তব্য দেওয়া ঠিক হবে না।

মেহেরপুরে তসলিাম হত্যা মামলায় ২ জন আটক

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর তাসলিমা খাতুন হত্যা মামলায় আসামি সন্দেহে নিহতের দুলাভাই (বোন জামায়) তার পুত্রকে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি মেহেরপুর ক্যাম্প।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন-মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের মৃত খোদা বকসের ছেলে শরিফ উদ্দীন (৬৫) ও তার ছেলে সবুজ হোসেন (২৯)। তারা সম্পর্কে নিহত তসলিমার বোন জামায় ও ভাগ্নে হয়।

গতকাল শনিবার (২৮ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ১০টার দিকে স্থানীয় সাংবাদিকদের এক প্রেস রিলিজ দিয়ে র্যাব-১২ গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশরাফ উল্লাহ (পিপিএম) এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

গাংনী ক্যাম্প কমান্ডার আশরাফ উল্লাহের নেতৃত্বে র্যাবের একটিদল গতকাল শনিবার বিকল সাড়ে ৫টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার যাদবপুর গ্রামে তাদের এক আত্মীয় বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের দুজনকে আটক করে।

ক্যাম্প কমান্ডার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশরাফ উল্লাহ (পিপিএম) জানান, গত ২৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের তাসলিমা খাতুনের ক্ষতবিক্ষত লাশ বাড়ির পাশের একটি বিলের কচুরিপানার ভিতর থেকে উদ্ধার করে সদর থানা পুলিশ। আগের দিন তাসলিমা নিজ বাড়ি থেকে পুকুর দেখতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছিল। এ ঘটনায় তাসলিমার ভাই লাল্টু মহাম্মদ বাদি হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ২৪, তারিখ ২৭/১২/২৪ ইং। গ্রেপ্তারকৃতরা ওই মামলার আসামি।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে মেহেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

এদিকে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রাত ১ টা পর্যন্ত মামলা তদন্তকারী অফিসার মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শফিকুল ইসলাম শিশু জানান, মামলার সন্দিগ্ধ আসামি উদ্দীন ও তার ছেলে সবুজ হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।